দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... ৪ APR 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ কলাম ... ৫ ...

নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে একই সাথে দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা

□ ফারুক হোসাইন

অনুমতি ছাড়াই অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণকালীন পাঠদান ও নিয়ন্ত্রণ করছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মনীতির ও অধ্যাদেশের কোন তোয়াক্কা না করে একই সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করছেন ওই পৃঃ ২ কঃ ৪

নিয়মনীতির তোয়াক্কা না

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

শিক্ষক। বেতনও নিচ্ছেন দুই প্রতিষ্ঠান থেকে। এছাড়া শিক্ষক হিসেবে অতীশ দীপঙ্কর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করলেও এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ও কয়েকটি শাখা ক্যাম্পাসের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন নিজেই।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক শাহীন খান দুইবছর আগে ৩০ হাজার টাকা বেতনে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন অতীশ দীপঙ্কর বিশ্ববিদ্যালয়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ অনুযায়ী যে কোন শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে খণ্ডকালীন চাকুরি করতে পারেন। তবে এর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হয়। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশের দশম অধ্যায়ের ১১নং ধারা অনুযায়ী বাহিরের প্রতিষ্ঠান থেকে উপার্জিত অর্থের ১০ ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেয়ারও বিধান রয়েছে। কিন্তু শাহীন খান খণ্ডকালীন চাকুরির নাম করে অতীশ দীপঙ্করে পূর্ণকালীন চাকরি করছেন। আর এর জন্য তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোন ধরনের অনুমতি গ্রহণ করেননি। এ বিষয়ে জানতে চাইলে শাহীন খান বলেন, তিনি খণ্ডকালীন চাকরি করছেন। আর এই খণ্ডকালীন চাকরির অনুমতি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রহণ করা আছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে তার ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন সেমিস্টারে সিডিউল ক্লাস রয়েছে। এর মধ্যে সমাজকল্যাণ ইনস্টিটিউটের দ্বিতীয় ও ৫ম সেমিস্টার ও মাস্টার্স স্পেশাল ব্যাচে নিয়মিত ক্লাস নেয়ার কথা শাহীন খানের। তবে এসব সেমিস্টারের কোনটিতেই তিনি নিয়মিতভাবেই ক্লাস নিচ্ছেন না বলে অভিযোগ রয়েছে। তবে শাহীন খান বলেন, তিনি তার ইনস্টিটিউটে সবার চেয়ে বেশি ক্লাস নেন। তিনি আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নেন এর পরে সময় পেলে অন্য অতীশ দীপঙ্করে তিনি ক্লাস নেন। এছাড়া তার বিরুদ্ধে অতীশ দীপঙ্করের কয়েকটি শাখা ক্যাম্পাস নিয়ন্ত্রণের অভিযোগ করেছে। অভিযোগে বলা হয়, মাত্র দুই বছরের মধ্যে তিনি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের উপদেষ্টা, প্রভাবশালী শিক্ষক ও ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য। এছাড়া কয়েকটি শাখা ক্যাম্পাসের নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করছেন তিনি নিজে। আর এ সবই করছেন নিয়মনীতিকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে। আর ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য হিসেবে নিয়ন্ত্রণ করছেন মিরপুর, পান্থপথ ও পল্টন শাখার ক্যাম্পাস। এর মধ্যে মিরপুর ক্যাম্পাসের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করেন শাহীন খান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সার্টিফিকেট হিসেবে ব্যবহার করে অতীশ দীপঙ্কর বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়েছেন ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য। পরিচালনা করছেন কয়েকটি ক্যাম্পাস। আর এসব ক্যাম্পাসের সবকটিই অবৈধভাবে খোলা হয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০-এর ৬(১০) ও ১৩(২) ধারা অনুযায়ী কোন শাখা ক্যাম্পাস থাকতে পারবে না। অথচ অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় মূল ক্যাম্পাস ছাড়াও ধানমন্ডি, উত্তরা, পান্থপথ, পল্টন ও মিরপুরে অবৈধভাবে ক্যাম্পাস গড়ে তুলেছে। এর একটিরও অনুমোদন নেই। এসব ক্যাম্পাসের মাধ্যমে শিক্ষার নামে সার্টিফিকেট বিক্রির ব্যবসা চলছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এসব বিষয়ে ইউজিসি থেকে সতর্ক করা হলেও আমলে নেয়া হচ্ছে না।

এ বিষয়ে অতীশ দীপঙ্কর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি আবুল হোসেন সিকদার বলেন, শাহীন খান আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেছেন। তবে তিনি নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস না নিলে-এর জন্য তিনি নিজেই দায়ী। এছাড়া ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য হতে কোন বাধা নেই। তবে মিরপুর শাখার আর্থিক বিষয় নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে তিনি তেমন কিছু জানেন না বলে জানান।

এ বিষয়ে শাহীন খান বলেন, আমি সব নিয়মনীতি মেনেই অতীশ দীপঙ্কর বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সময় দেয়ার পর যেটুকু সময় পাই সে সময়টুকুতে আমি বাইরে ক্লাস নেই। তবে একটি মহল আমার চরিত্র হননের জন্য অপপ্রচার চালাচ্ছে।